99

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সুশিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দই শুধু যে দেওয়া হইতেছে তাহা নহে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষামুখী করিয়া তুলিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের কার্যক্রমসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইলেই দেশের সকল শিশু এই কর্মসূচীর আওতায় চলিয়া আসিবে না এই উপলব্ধি হইতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর পরিপূরক হিসাবে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কার্যক্রম চালু করা হইয়াছে। বিগত সরকারের আমলে গৃহীত এই পদক্ষেপের ধারাবাহিকতাকে বর্তমান সরকারও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু এইসব কার্যক্রম সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হইতেছে। এইরূপ একটি কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব। মাঝে-মধ্যেই এ সংক্রান্ত খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেসব খবরের অধিকাংশই থাকে স্থানীয় সংবাদদাতাদের প্রেরিত। এবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রণীত এক রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়া পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদ হইতে জানা যাইতেছে যে, সারাদেশে ৫ হাজার ৬৯৩টি গ্রামে সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রকারেরই প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই।

এই পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে উক্ত সাড়ে পাঁচ সহস্রাধিক গ্রামের বালক-বালিকারা সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাহিরে রহিয়া গিয়াছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর সর্বাংশে হয়তো হ্যাঁ-বোধক নয়, তবে সাধারণ জ্ঞান বলে এই বিপুল সংখ্যক গ্রামের ততধিক বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের বয়সী বালক-বালিকাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশই এখনও বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। দেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই অনুন্নত যে, আশেপাশের গ্রামে শিশু সন্তানকে লেখাপড়া করিতে পাঠাইবার কথা অনেক গ্রামীণ অভিভাবকই ভাবিতে পারেন না। এইসব অভিভাবকের কতজনের মধ্যে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার আগ্রহ বা তাগিদ বা সচেতনতা আছে তাহাও প্রশ্ন। তদুপরি পাশের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাহার সন্তানের আসন হইবে এমন নিশ্চয়তাও কেহ দিতে পারে না। আবার আসন হইলেও 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর গম পাওয়া লইয়া বা অন্যবিধ কারণে জটিলতার আশংকাও যে থাকে না তাহা নহে। ইহাও দেখিতে হইবে শিক্ষকের নামে অশিক্ষক রাজনৈতিক কর্মী কতজন নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।